

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার

রোলঃ 23090120155

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার

রোলঃ 23090120155

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম কি ও কেন ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা আক্তার, আইডিঃ 23090120155 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম কি ও কেন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফারহানা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফারহানা আক্তার

আইডিঃ 23090120155

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
✍:ইসলাম কি:-.....	6
✍:ইসলামে লেনদেন ও আচার ব্যবহারে সততা-::.....	9
✍:ইসলামে হালাল হারাম :-.....	10
✍:ইসলামে পারস্পরিক অধিকার:-.....	12
✍:দ্বীনের প্রতি পরিপূর্ণ আমল এবং খিদমত-::.....	13
✍:দ্বীনের দাওয়াত -::.....	14
✍:ইসলাম কেন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম?-::.....	15
✍:উপসংহার -:::.....	16

ভূমিকা

ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ দীন ব্যবস্থা। এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম এবং শেষ ও সর্বশেষ আসমানি ধর্ম, যা প্রবর্তিত হয়েছে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। এখানে আছে আল্লাহ কর্তৃক আদেশ নিষেধ। যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ অনুসরণ করে নিজের জীবন গঠন করবে তার জন্য রয়েছে ইহকালীন জীবনে অফুরন্ত কল্যাণ এবং পরকালীন জীবনে পুরস্কার স্বরূপ অন্তকালের জন্য সুখময় জান্নাত। অপরদিকে যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের স পথ অনুসরণ করবে না তার জন্য রয়েছে ইহকালীন লাঞ্ছনা, পরকালেও কষ্টময় জাহান্নাম। সুতরাং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

☞ সূরা ত্বাগাবুন (৬৪:১০):

> "আর যারা কুফরি করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারা হবে দোজখবাসী, তাতে চিরকাল থাকবে। কতই না মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থান!"

সুতরাং আল্লাহর হুকুম পালনকারীরা তাঁর রহমত, শান্তি ও জান্নাতের প্রতিদান পাবে। অপরদিকে যারা অমান্য করে, কুফরি করে বা তাঁর আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ও জাহান্নাম।

❦:ইসলাম কি-:

ইসলাম হল একটি তাওহিদভিত্তিক (এক আল্লাহর উপাসনা) ধর্ম যা মহান। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত, যা প্রবর্তিত হয়েছে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। ইসলাম শব্দের অর্থ হলো: আত্মসমর্পণ (আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি)।
শান্তি (যা আসে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে)

ইসলামের ৫ টি স্তম্ভ -:

1. ঈমান:

এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল — এই সাক্ষ্য দেওয়া। (কালেমায় তইয়্যিবাহ)

এটি হচ্ছে ইমানের প্রথম প্রবেশদ্বার। এ কালেমাতে আল্লাহ একত্ববাদ (সকল ক্ষেত্রে আমরা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করব তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকালের জীবন এবং তাকদিরে ভাল-মন্দ) সবকিছুকে হৃদয় থেকে বিশ্বাস করা এবং তার প্রমাণ হিসেবে মুখে স্বীকার ও কাজে বাস্তবায়ন করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওত রিসালত অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ আদর্শ কে গ্রহণ করে সকল বাতিল করে পরিত্যাগ করা, এটি হচ্ছে ইমানের/কালেমার শর্ত। এইভাবে এই কালেমায় একজন মুমিনের পুরো জীবন অন্তর্নিহিত। যার অন্তরে ইমান পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করবে, সেই তো প্রকৃত সফলবান।

সালাত -:

সালাত শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একজন মুসলমানের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ভালো চরিত্র গঠনের মাধ্যম এবং আখিরাতে মুক্তির প্রধান উপায়।

ইসলামে সালাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন একাধিকবার সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সালাতের তাগিদ দিয়েছেন। সালাত একজন মুমিনের সকল পাপ মোচন করে, দেয় আত্মিক প্রশান্তি ও শুদ্ধতা। সালাত একজন মুমিনের পরিচয়।

যাকাত -:

যাকাত একটি ফরজ ইবাদত, যা প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের জন্য নির্ধারিত সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে প্রদান করা বাধ্যতামূলক। যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থেকে নির্ধারিত হারে গরিব-দুস্থদের মাঝে সম্পদ প্রদান করাকে যাকাত বলে। সাধারণত নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হয়। যাকাত দারিদ্র্যতা, স্বার্থপরতা দূর করে, সম্পদে আল্লাহ সন্তুষ্টি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সাওম-:

সাওম (রোজা) ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। এটি এমন একটি ইবাদত, যেখানে একজন মুসলমান সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া, পান করা, এবং যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে — শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। এটি আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহভীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। পাওয়েল অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। সহিহ বুখারী এক হাদীসে এসেছে সাওম আল্লাহ জন্য এবং এর প্রতিদান আল্লাহ নিজে দিবেন।

হজ-:

হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এবং এটি প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জীবনে একবার ফরজ। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা প্রতিবছর জিলহজ্জ মাসে নির্দিষ্ট দিনে মক্কা ও আশপাশের পবিত্র স্থানে পালন করা হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন

“তাদের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ করা ফরজ, যারা সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। আর যে অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন।”

— (সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭)

কিছু শর্ত, প্রকারভেদের মাধ্যমে হজ পালন করা হয়। হজের মাধ্যমে সর্বপ্রকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হজ মকবুলের পুরস্কার শুধুই জান্নাত।

✍️:ইসলামে লেনদেন ও আচার ব্যবহারে সততা-:::

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে শুধু ইবাদত নয় বরং ব্যক্তিগত চরিত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও সামাজিক আচরণেও সততার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একে ইসলাম চরম গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং মুমিনের পরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি বলে গণ্য করে।

যেমন:-

সততার প্রয়োজনীয়তা ৩টি মূল ক্ষেত্রে:

১. লেনদেন ও ব্যবসায় সততা:

পণ্য বিক্রিতে প্রতারণা, মাপে কম দেওয়া, মান লুকানো ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সুদ ও ঘুষ হারাম করা হয়েছে — এটি সমাজকে ধ্বংস করে।

২. আচার-আচরণে সততা:

কথাবার্তায় মিথ্যা পরিহার করা ফরজ।

কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা না রাখা বা ধোঁকা দেওয়া হারাম।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক আমানত রক্ষা:

কারও গোপন তথ্য, জমা রাখা জিনিস বা দায়িত্ব — সবই আমানত।

মুসলমানের দায়িত্ব তা যথাযথভাবে রক্ষা করা।

✍:ইসলামে হালাল হারাম -:

ইসলাম শুধু ইবাদতের ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা — যেখানে হালাল ও হারামের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত প্রতিটি কাজের আগে ভাবা:কোনটি হালাল (অনুমোদিত)কোনটি হারাম (নিষিদ্ধ) আল্লাহকৃত হালাল হারাম অনুসারে জীবন গঠনে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

ইসলামে হালাল হারামের প্রধান ক্ষেত্র হলো::

১. খাদ্য ও পানীয়:

হালাল:

যবেহকৃত হালাল পশুর মাংস (বিসমিল্লাহ বলে জবাই করতে হবে)

শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, মাছ ইত্যাদি

হারাম:

শূকর, মৃত পশু, রক্ত, মদ

আল্লাহর নামে যবেহ না করা পশু

নেশাদ্রব্য (যা বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে)

. উপার্জন ও ব্যবসা:

হালাল:

পরিশ্রম বা বৈধ উপায়ে উপার্জন

ইমানদারি ব্যবসা-বাণিজ্য

হারাম:

সুদ (রিবা), ঘুষ, চুরি, জালিয়াতি, মিথ্যা ব্যবসা, প্রতারণা বা অন্যায় উপায়ে টাকা আয় ইত্যাদি।

৩. নৈতিকতা ও সম্পর্ক:

হালাল:

বৈধভাবে বিবাহ, পবিত্র জীবনযাপন

হারাম:

ব্যভিচার, সমকামিতা, পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি, অশ্লীলতা ও নগ্নতা

৪. কথা ও আচরণ:

হালাল:

সত্য কথা, সদ্যবহার, ভালো আচরণ

হারাম:

মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরি, গালাগালি, অপমান।

একজন মুমিনের জীবনে হালাল হারামের গুরুত্ব অপরিসীম। মুমিনের উচিত সবসময় হারাম থেকে নিজেকে দূরে রাখা কেননা হালাল মাধ্যমে দোয়া কবুল হয়, জীবনে বরকত আসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি মাধ্যমে পরকালে নাজাত পাওয়া যায়। আর হারামের মাধ্যমে ভোগ করতে হয় আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পরকালের কঠিন শাস্তি।

১:ইসলামে পারস্পরিক অধিকার:-

ইসলামে পারস্পরিক অধিকার এক মহৎ আদর্শ, যা মানবজীবনকে সুন্দর, সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ করে তোলে। ইসলাম নির্দেশ দেন মাতা পিতার প্রতি সৎ আচরণ, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা, নিষ্ঠা, সন্তানের সঠিক তারবিয়াহ, প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সকলের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনে একটি সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ঐক্য সমাজ গঠন করতে।

সর্বাধিক ভালবাসা: আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও ধর্মের প্রতি -::

ইসলামের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) প্রতি গভীর ভালবাসা ও আনুগত্য, যা একজন মুমিনের ঈমানের অন্যতম ভিত্তি। এই ভালবাসা শুধু অনুভূতি নয়, বরং আত্মত্যাগ, আমল ও পূর্ণ সমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন::

তোমাদের মধ্যে ঈমানের সর্বোচ্চ দরজাটি হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা।”

— (সহীহ বুখারি)

“কেউ তখনই আমার সত্যিকারের অনুসারী হবে, যখন আমি তার চেয়ে প্রিয় হবো তার পিতা, সন্তান এবং সবাই থেকে বেশি।”

— (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

❧:দ্বীনের প্রতি পরিপূর্ণ আমল এবং খিদমত-::

দ্বীনের প্রতি পরিপূর্ণ আমল এবং খিদমত- হলো একজন মুসলমানের জীবনের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। বিশ্বাসকে শুধু মুখের কথা নয়, আমল ও কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়। দ্বীন সেবায় নিজেকে নিবেদিত করে একজন মুসলমান আল্লাহর নৈকট্য ও সমাজের কল্যাণ অর্জন করে।

❧:দ্বীনের দাওয়াত -::

ইসলামে দাওয়াত হলো আল্লাহর রহমত ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম। এটি প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব, যার মাধ্যমে বিশ্ববাসী আল্লাহর পথে আহ্বান পায় এবং সত্য ধর্মের আলো ছড়ায়। একজন মুমিন উচিত নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচানো। এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পরে বর্তমান মুসলিম উম্মাহ হলো আল্লাহ প্রতিনিধি সুতরাং আল্লাহ প্রতিটি মুমিনকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত করবেন। তখন একজন মুমিন মুমিনের দ্বীন- বেদ্বীন ভাইকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয় জবাব দিতে হবে। তাই সকলের উচিত যে যতটুকু জানে তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। অপরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো। নিশ্চয়ই একজন দ্বীনের দাঈ আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় বান্দা তার জন্য উভয় জীবনে রয়েছে অপরিসীম কল্যাণ।

❦:ইসলাম কেন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম?-::

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা আল্লাহ তার রাসূলের প্রতি মানবজাতির কল্যাণে নিজে প্রেরণ করেছেন, এবং কুরআন আজ পর্যন্ত অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত। ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা পরিপূর্ণ তাওহীদ শিক্ষা দেয় — আল্লাহ এক, তার কোনো অংশীদার নেই। ইসলামের প্রতিটি বিধান যুক্তিপূর্ণ, মানব-কল্যাণকামী ও সহজবোধ্য। কোনো বিধানই মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য বা অমানবিক নয়।

এছাড়াও ইসলাম মানুষের আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, সমাজ গঠন ও মানবাধিকার রক্ষায় শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম।

✍:উপসংহার -:::

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ, চিরন্তন ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যা শুধু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — বরং মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি দিককে আলোকিত করে।

এই ধর্ম মানুষকে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ, এবং
মানবতার কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করার শিক্ষা দেয়।

- ◊ ইসলামেই রয়েছে সত্য, শান্তি ও নাজাতের নিশ্চয়তা।
- ◊ কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিচালিত জীবনই সর্বোত্তম জীবন।
- ◊ ইসলাম গ্রহণ, তা অনুসরণ এবং অন্যকে দাওয়াত দেওয়া — এসবই একজন মুসলমানের মৌলিক দায়িত্ব।

তাই একজন মুমিনের উচিত:

দ্বীনের ওপর পূর্ণ আমল করা,

দ্বীনের দাওয়াতে অংশ নেওয়া,

হালাল-হারাম মানা,

✍ পয়েন্ট সমূহ ইসলাম কি ও কেন বই থেকে কালেক্ট

✍ কিছু বিষয় নিজে থেকে লেখা কিছু বিষয় লিখার ক্ষেত্রে বই চার্ট জিটিপি সহায়তা নেওয়া।